Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গুরুত ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

চৈতি আক্তার

রোলঃ 23100120657

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গুরুত ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

চৈতি আক্তার

রোলঃ 23100120657

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গুরুত ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে চৈতি আক্তার, আইডিঃ 23100120657 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গুরুত ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Chaity Akter

(স্বাক্ষর)

চৈতি আক্তার

আইডিঃ 23100120657

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
অধ্যায় ১ ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব 6
অধ্যায় ২ মসজিদ নির্মাণের ফযীলত 8
অধ্যায় ৩ মসজিদ আবাদ করার গুরুত্ব 9
অধ্যায় ৪ রাসূল ﷺ-এর জীবনে মসজিদের ভূমিকা 10
অধ্যায় ৫ সাহাবায়ে কেরামের মসজিদ নির্মাণে অবদান 11
অধ্যায় ৬ মসজিদ প্রতিষ্ঠার সামাজিক উপকারিতা 12
অধ্যায় ৭ ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব 14
অধ্যায় ৮ মাদরাসার পরিচয় ও উদ্দেশ্য 15
অধ্যায় ৯ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফযীলত 17
অধ্যায় ১০ কুরআন শিক্ষার মর্যাদা 18
অধ্যায় ১১ আলেম তৈরিতে মাদরাসার ভূমিকা 20
অধ্যায় ১২ মসজিদ ও মাদরাসার পারস্পরিক সম্পর্ক 22
অধ্যায় ১৩ সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে মসজিদ ও মাদরাসা 23
অধ্যায় ১৪ ওয়াকফের গুরুত্ব 24
অধ্যায় ১৫ দানকারীদের মর্যাদা 25
অধ্যায় ১৬ নারী ও শিশুদের ইসলামী শিক্ষায় ভূমিকা 26
অধ্যায় ১৭ সমাজ সংস্কারে মসজিদ ও মাদরাসার ভূমিকা 27
উপসংহার 27
তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স 28

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের উপর।

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ, ইবাদত, নৈতিকতা ও মানবিকতার শিক্ষা প্রদান করেছেন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুসলিম সমাজ গঠন ও দ্বীনের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে—মসজিদ ও মাদরাসা।

মসজিদ হলো মুসলমানদের ইবাদতের কেন্দ্র। এটি এমন একটি স্থান যেখানে আল্লাহর স্মরণ করা হয়, সালাত আদায় করা হয়, কুরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করা হয়। অন্যদিকে মাদরাসা হলো ইসলামী জ্ঞানার্জনের কেন্দ্র, যেখানে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, আকীদা ও ইসলামী সভ্যতার শিক্ষা প্রদান করা হয়। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই মসজিদ ও শিক্ষাব্যবস্থা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। সেই মসজিদই ছিল ইবাদত, শিক্ষা, বিচার, দাওয়াহ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্র।

আজকের বিশ্বে যখন নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মীয় অজ্ঞতা এবং বস্তুবাদী চিন্তা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে, তখন মসজিদ ও মাদরাসার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং সহযোগিতা করা একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ।

অধ্যায় ১ ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব

মসজিদ শব্দটি আরবি "সাজাদা" ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ সিজদা করা। মসজিদ হলো সেই স্থান যেখানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"

(সূরা আল-জিন: ১৮)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মসজিদ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারিত স্থান।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদসমূহ।"

(সহীহ মুসলিম)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ। কারণ এখানে আল্লাহর স্মরণ করা হয় এবং বান্দারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করে।

মসজিদের প্রধান গুরুত্বসমূহ:

১. ইবাদতের কেন্দ্র

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সঙ্গে আদায় করার জন্য মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো মসজিদ।

২. ঈমান শক্তিশালী করার কেন্দ্র

যে ব্যক্তি নিয়মিত মসজিদে যায়, তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর স্মরণ এবং নেক লোকদের সংস্পর্শ মানুষকে দ্বীনের প্রতি দৃঢ় করে।

৩. সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্র

ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নেতা-জনতা—সবাই একই কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে। ফলে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সৃষ্টি হয়।

৪. দ্বীনি শিক্ষার কেন্দ্র

রাসূল ﷺ-এর যুগে মসজিদই ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। এখানেই সাহাবীগণ কুরআন ও হাদিস শিক্ষা লাভ করতেন।

৫. দাওয়াহর কেন্দ্র

ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মসজিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ২ মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

মসজিদ নির্মাণ ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাদাকাহ।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করবেন।"

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এই হাদিস মুসলমানদের জন্য এক বিরাট সুসংবাদ। পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণের বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতে একটি প্রাসাদ দান করবেন।

মসজিদ নির্মাণ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

কারণ মসজিদে:

- সালাত আদায় করা হয়।
- কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।
- ইসলামের দাওয়াহ প্রচার করা হয়।
- মানুষ তাওবা করে।
- ইসলামী চরিত্র গঠন করা হয়।

মসজিদ নির্মাণকারী ব্যক্তি এসব নেক কাজের সওয়াবে অংশীদার হন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

হিজরতের সময় রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম কুবা মসজিদ নির্মাণ করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদই অধিক উপযুক্ত।"

(সূরা আত-তাওবা: ১০৮)

এটি কুবা মসজিদের প্রশংসায় নাযিল হয়েছে।

অধ্যায় ৩ মসজিদ আবাদ করার গুরুত্ব

মসজিদ নির্মাণের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো মসজিদকে আবাদ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করে তারাই, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে।"

(সূরা আত-তাওবা: ১৮)

মসজিদ আবাদ বলতে কী বোঝায়?

১. নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করা।

২. কুরআন তিলাওয়াত করা।

৩. ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করা।

৪. আল্লাহর জিকির করা।

৫. মানুষকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করা।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন।"

(সহীহ বুখারী)

মসজিদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক ঈমানের অন্যতম আলামত।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"সাত শ্রেণির মানুষ কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে। তাদের একজন হলো সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।" (সহীহ বুখারী)

অধ্যায় ৪ রাসূল ﷺ-এর জীবনে মসজিদের ভূমিকা

রাসূল ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, তখন সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো মসজিদ প্রতিষ্ঠা।

মসজিদে নববী শুধু একটি নামাজের স্থান ছিল না। বরং এটি ছিল:

- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
- দাওয়াহ কেন্দ্র
- বিচারালয়
- প্রশাসনিক কার্যালয়
- সামরিক পরিকল্পনা কেন্দ্র
- সামাজিক কল্যাণ কেন্দ্র

সাহাবীগণ এখানেই শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

আসহাবে সুফ্ফার সদস্যরা মসজিদে নববীতেই অবস্থান করতেন এবং রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে সরাসরি শিক্ষা লাভ করতেন।

এই কারণে ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি হিসেবে মসজিদে নববীকে গণ্য করা হয়।

অধ্যায় ৫ সাহাবায়ে কেরামের মসজিদ নির্মাণে অবদান

রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তারা বুঝতেন যে, মসজিদ কেবল একটি ভবন নয়; বরং এটি ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র। তাই ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, যেখানে মুসলমানরা বসতি স্থাপন করেছেন, সেখানেই তারা প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

মদীনায় হিজরতের পর যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করা হয়, তখন রাসূল ﷺ নিজ হাতে ইট বহন করেছিলেন। সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, মসজিদ নির্মাণ শুধু অর্থ দিয়ে নয়, শ্রম দিয়েও একটি মহান ইবাদত।

আবু বকর (রা.)-এর অবদান

খলিফা আবু বকর (রা.) ইসলামের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মুসলিম সমাজকে মসজিদকেন্দ্রিক রাখার জন্য কাজ করেছেন।

উমর (রা.)-এর অবদান

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। তিনি গভর্নরদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন এবং দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

উসমান (রা.)-এর অবদান

উসমান (রা.) মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করেন। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করেন।

আলী (রা.)-এর অবদান

আলী (রা.)-ও বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সাহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গি

সাহাবীগণ বিশ্বাস করতেন যে, একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা মানে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কারণ মসজিদ থেকেই মানুষের ঈমান, আখলাক ও আমলের উন্নতি হয়।

অধ্যায় ৬ মসজিদ প্রতিষ্ঠার সামাজিক উপকারিতা

মসজিদ শুধুমাত্র ইবাদতের স্থান নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

আজকের আধুনিক সমাজে অনেক মানুষ মনে করে যে মসজিদের কাজ শুধুমাত্র নামাজ পড়ানো। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে মসজিদের ভূমিকা এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত।

১. সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা

মসজিদ মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে।

ধনী-গরিব, কালো-সাদা, আরব-অনারব—সবাই একই কাতারে দাঁড়ায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"মুসলমানরা পরস্পরের ভাই।"

মসজিদ এই ভ্রাতৃত্বকে বাস্তবে রূপ দেয়।

২. নৈতিক চরিত্র গঠন

মসজিদ মানুষকে সততা, আমানতদারিতা, দয়া, ন্যায়বিচার ও তাকওয়ার শিক্ষা দেয়।

যে ব্যক্তি নিয়মিত মসজিদে যায়, তার চরিত্র সাধারণত উন্নত হয়।

৩. অপরাধ কমাতে সাহায্য করে

যেসব এলাকায় মসজিদকেন্দ্রিক দ্বীনি কার্যক্রম বেশি থাকে, সেখানে সাধারণত অপরাধের হার কম থাকে।

কারণ মানুষ আল্লাহভীতি অর্জন করে।

৪. পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালী করে

মসজিদের মাধ্যমে পরিবারগুলো ইসলামী শিক্ষা লাভ করে।

ফলে:

- স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নত হয়
- সন্তানদের চরিত্র গঠিত হয়
- পারিবারিক অশান্তি কমে

৫. দাওয়াহ ও সংস্কারের কেন্দ্র

মসজিদ থেকে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়।

এটি সমাজ সংস্কারের একটি কার্যকর মাধ্যম।

৬. দুঃস্থদের সহায়তা

ইসলামের ইতিহাসে মসজিদ ছিল অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল।

আজও বহু মসজিদ:

- খাদ্য বিতরণ করে
- গরিবদের সাহায্য করে
- শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে

অধ্যায় ৭ ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম জ্ঞানভিত্তিক একটি ধর্ম।

কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত শব্দই হলো:

﴿اقْرَأْ﴾

"পড়।"

(সূরা আল-আলাক: ১)

এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব কত বেশি।

জ্ঞান অর্জন ফরয

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"

(ইবনে মাজাহ)

এই জ্ঞান শুধু দ্বীনি নয়; বরং এমন সব জ্ঞান যা মানুষের কল্যাণে আসে।

তবে দ্বীনি জ্ঞান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে মানুষ তার রবকে চিনতে পারে।

কুরআনে জ্ঞানীদের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"

(সূরা মুজাদালা: ১১)

নবীগণের উত্তরাধিকার

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।"

(আবু দাউদ)

সুতরাং আলেম তৈরি করা এবং ইসলামী জ্ঞান বিস্তার করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ।

অধ্যায় ৮ মাদরাসার পরিচয় ও উদ্দেশ্য

"মাদরাসা" শব্দের অর্থ হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ইসলামী পরিভাষায় মাদরাসা বলতে সেই প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাদরাসার মূল উদ্দেশ্য

১. কুরআন শিক্ষা প্রদান

২. হাদিস শিক্ষা প্রদান

৩. ফিকহ শিক্ষা প্রদান

৪. ইসলামী চরিত্র গঠন

৫. আলেম তৈরি করা

৬. সমাজে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দেওয়া

ইসলামের ইতিহাসে মাদরাসা

রাসূল ﷺ-এর যুগে মসজিদই ছিল শিক্ষার কেন্দ্র।

পরবর্তীতে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশেষ করে:

- বাগদাদ
- দামেস্ক
- কায়রো
- মদীনা
- আন্দালুস

এসব অঞ্চলে বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে।

মাদরাসার অবদান

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে:

- তাফসীর
- হাদিস
- ফিকহ
- ভাষা
- গণিত

- জ্যোতির্বিজ্ঞান

সহ বিভিন্ন জ্ঞানচর্চার বিকাশে মাদরাসার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

অধ্যায় ৯ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?"

(সূরা আয-যুমার: ৯)

এই আয়াত জ্ঞানের মর্যাদা এবং জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে।

মাদরাসা কেন প্রতিষ্ঠা করা উচিত?

কারণ মাদরাসা:

- কুরআনের সংরক্ষণ করে
- সুন্নাহ সংরক্ষণ করে
- আলেম তৈরি করে
- সমাজে ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দেয়

সদকায়ে জারিয়াহ

একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে:

- হাজারো ছাত্র কুরআন শিখে
- অসংখ্য মানুষ দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে
- বহু আলেম তৈরি হয়

এই সব নেক আমলের সওয়াব প্রতিষ্ঠাতার আমলনামায় পৌঁছাতে থাকে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের পথ দেখায়, সে তা পালনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।"

(সহীহ মুসলিম)

সুতরাং একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নেক আমলের দরজা খুলে দেওয়া।

অধ্যায় ১০ কুরআন শিক্ষার মর্যাদা

কুরআন মাজীদ হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। এটি এমন একটি কিতাব যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার পথ প্রদর্শন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

"নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথের দিকনির্দেশনা দেয় যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক।" (সূরা আল-ইসরা: ৯)

কুরআন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।"

(সহীহ বুখারী)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

কুরআন শিক্ষার উপকারিতা

১. ঈমান বৃদ্ধি পায়

যখন মানুষ কুরআন অধ্যয়ন করে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা এবং আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

২. চরিত্র সুন্দর হয়

কুরআনের শিক্ষা মানুষের আখলাককে সুন্দর করে।

রাসূল ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে আয়েশা (রা.) বলেছেন,

"তাঁর চরিত্রই ছিল কুরআন।"

(সহীহ মুসলিম)

৩. পারিবারিক শান্তি আসে

যে পরিবারে কুরআন তিলাওয়াত ও শিক্ষা হয়, সেখানে বরকত নাযিল হয়।

৪. সমাজে কল্যাণ বৃদ্ধি পায়

কুরআনের শিক্ষা মানুষকে ন্যায়, সততা, দয়া এবং মানবিকতার দিকে আহ্বান করে।

মাদরাসা ও কুরআন শিক্ষা

মাদরাসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো কুরআনের শিক্ষা বিস্তার করা।

একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে:

- শত শত হাফেজ তৈরি হয়
- আলেম তৈরি হয়
- দাঈ তৈরি হয়
- ইসলামের শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে

এই কারণে কুরআন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ।

অধ্যায় ১১ আলেম তৈরিতে মাদরাসার ভূমিকা

আলেমগণ ইসলামী সমাজের পথপ্রদর্শক।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।"

(আবু দাউদ)

নবীগণ কোনো সম্পদ রেখে যাননি; তাঁরা রেখে গেছেন জ্ঞান।

কেন আলেম প্রয়োজন?

আলেমগণ:

- কুরআন ব্যাখ্যা করেন
- হাদিস শিক্ষা দেন
- শরীয়তের বিধান ব্যাখ্যা করেন
- মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেন
- সমাজকে সঠিক পথ দেখান

মাদরাসা কীভাবে আলেম তৈরি করে?

একজন ছাত্র:

- কুরআন শেখে
- হাদিস শেখে
- ফিকহ শেখে
- আকীদা শেখে
- আরবি ভাষা শেখে

দীর্ঘদিন অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি একজন আলেমে পরিণত হন।

ইতিহাসে মাদরাসার অবদান

ইসলামী ইতিহাসে অসংখ্য মহান আলেম মাদরাসা থেকে বের হয়েছেন।

যেমন:

- ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
- ইমাম মালিক (রহ.)
- ইমাম শাফেয়ী (রহ.)
- ইমাম আহমদ (রহ.)

- ইমাম নববী (রহ.)
- ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.)

তাঁদের মাধ্যমে আজও মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

আলেম তৈরির সওয়াব

একজন আলেম যদি জীবনে হাজারো মানুষকে শিক্ষা দেন, তাহলে তাঁর শিক্ষকদের এবং সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও সওয়াব পৌঁছাতে থাকে।

এই কারণেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা একটি বিশাল সদকায়ে জারিয়াহ।

অধ্যায় ১২ মসজিদ ও মাদরাসার পারস্পরিক সম্পর্ক

মসজিদ ও মাদরাসা ইসলামী সমাজের দুটি পরিপূরক প্রতিষ্ঠান।

মসজিদ মানুষকে ইবাদতের শিক্ষা দেয়।

মাদরাসা মানুষকে জ্ঞানের শিক্ষা দেয়।

দুটির সমন্বয়ে একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠে।

রাসূল ﷺ-এর যুগে

মসজিদে নববী ছিল:

- মসজিদ
- শিক্ষাকেন্দ্র
- দাওয়াহ কেন্দ্র
- রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্র

অর্থাৎ বর্তমানের মসজিদ ও মাদরাসার কাজ একই স্থানে পরিচালিত হতো।

বর্তমান যুগে

আজ মসজিদ ও মাদরাসা আলাদা প্রতিষ্ঠান হলেও তাদের লক্ষ্য এক:

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।

কেন একসঙ্গে থাকা গুরুত্বপূর্ণ?

যদি মসজিদ থাকে কিন্তু শিক্ষা না থাকে, তাহলে মানুষ অজ্ঞ থাকবে।

আর যদি শিক্ষা থাকে কিন্তু মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে, তাহলে জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ হবে না।

তাই মসজিদ ও মাদরাসার সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ১৩ সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে মসজিদ ও মাদরাসা

রাসূল ﷺ বলেছেন,

“মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল ব্যতীত:

১. সদকায়ে জারিয়াহ,

২. উপকারী জ্ঞান,

৩. নেক সন্তান।”

(সহীহ মুসলিম)

মসজিদ ও মাদরাসা এই তিনটিরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

মসজিদ কীভাবে সদকায়ে জারিয়াহ?

যতদিন:

- আজান হবে,
- সালাত আদায় হবে,
- কুরআন তিলাওয়াত হবে,

ততদিন প্রতিষ্ঠাতার আমলনামায় সওয়াব পৌঁছাবে।

মাদরাসা কীভাবে সদকায়ে জারিয়াহ?

যতদিন:

- ছাত্ররা পড়বে,
- শিক্ষকরা শিক্ষা দেবেন,
- আলেম তৈরি হবে,

ততদিন প্রতিষ্ঠাতার জন্য সওয়াব চলতে থাকবে।

অধ্যায় ১৪ ওয়াকফের গুরুত্ব

ওয়াকফ ইসলামী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।

ওয়াকফ অর্থ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো সম্পদ স্থায়ীভাবে দান করা।

ইসলামের ইতিহাসে ওয়াকফ

অনেক মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল এবং এতিমখানা ওয়াকফ সম্পদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।

উমর (রা.) তাঁর খাইবারের জমি ওয়াকফ করেছিলেন।

ওয়াকফের উপকারিতা

- স্থায়ী সওয়াব
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতিশীলতা
- সমাজকল্যাণ
- দ্বীনের খিদমত

আজকের যুগে মসজিদ ও মাদরাসার জন্য ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ১৫ দানকারীদের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হলো একটি বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে।"

(সূরা আল-বাকারা: ২৬১)

মসজিদ ও মাদরাসার জন্য দান করা আল্লাহর পথে ব্যয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"দান সম্পদ কমায় না।"

(সহীহ মুসলিম)

দানের বিভিন্ন রূপ

- অর্থ দান
- জমি দান
- নির্মাণ সামগ্রী দান
- শ্রম দান
- শিক্ষা দান

সব ধরনের সহযোগিতাই সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যায় ১৬ নারী ও শিশুদের ইসলামী শিক্ষায় ভূমিকা

একটি সমাজ তখনই সফল হয় যখন নারী ও শিশু সঠিক শিক্ষা লাভ করে।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল।"

(সহীহ বুখারী)

নারীদের শিক্ষা

ইসলামের ইতিহাসে বহু মহিলা আলেমা ছিলেন।

যেমন:

- আয়েশা (রা.)
- উম্মে সালামা (রা.)
- হাফসা (রা.)

তাঁরা ইসলামী জ্ঞান সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

শিশুদের শিক্ষা

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ।

তাদের:

- কুরআন শিক্ষা
- সালাত শিক্ষা
- ইসলামী আদব শিক্ষা

প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি।

মাদরাসা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে।

অধ্যায় ১৭ সমাজ সংস্কারে মসজিদ ও মাদরাসার ভূমিকা

সমাজে যখন:

- অন্যায় বৃদ্ধি পায়,
- দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে,
- নৈতিকতা ধ্বংস হয়,

তখন মসজিদ ও মাদরাসা মানুষের মাঝে ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দেয়।

এর মাধ্যমে:

- অপরাধ কমে
- নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়
- পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়
- সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি হয়

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মসজিদ ও মাদরাসা মুসলিম সভ্যতা গঠনের মূল ভিত্তি ছিল।

উপসংহার

মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একজন মুসলমানের জীবনের সবচেয়ে মহৎ এবং ফলপ্রসূ আমলগুলোর একটি।

মসজিদ মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করে, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আল্লাহর ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মাদরাসা দ্বীনি জ্ঞান সংরক্ষণ করে, আলেম তৈরি করে এবং ইসলামের আলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেয়।

যে ব্যক্তি মসজিদ বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে, অথবা তাদের পরিচালনায় সহযোগিতা করে, সে মৃত্যুর পরও অবিরাম সওয়াব লাভ করতে থাকে।

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করি—

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”

আমীন।

তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স

১. আল-কুরআনুল কারীম।
২. সহীহ বুখারী।
৩. সহীহ মুসলিম।
৪. সুনান আবু দাউদ।
৫. সুনান ইবনে মাজাহ।
৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর।
৭. তাফসীরে কুরতুবী।
৮. মারেফুল কুরআন।
৯. আর-রাহীকুল মাখতূম।
১০. সীরাতে ইবনে হিশাম।
১১. ফিকহুস সুন্নাহ।
১২. রিয়াদুস সালেহীন।
১৩. আল-আদাবুল মুফরাদ।
১৪. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন।
১৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ।